আদৌ মতো এরকম পাণ্ডিত্যের অধিকারী অন্ততঃ আলেম সমাজের মধ্যে কমই দেখা গেছে।
মাওলানা সিদ্দিক আহমদ অনেক অরাজনৈতিক সংগঠন গড়েছেন। দেওবন্দে লেখাপড়া করলেও তিনি বাংলাদেশের শুধু দেওবন্দী ওলামাদের নেতা ছিলেন না। দলমত নির্বিশেষে এদেশের সকল স্তরের আলেম তাঁকে

তারিখ 25 MAY 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

দৈনিক ইত্তেফাক

029

কোহিনূর হীরকের উপর বাংলাদেশেরও দাবী আছে

(ইত্তেফাক রিপোর্টার)

বিশ্ববিশ্রুত কোহিনূর হীরক খণ্ডের উপর বাংলাদেশের অধিকারের দাবী গতকাল (রবিবার) বিশ্ব যাদুঘর দিবস উপলক্ষে ঢাকার আলোচনা সভায় তুলিয়া ধরা হয়। মোঘল বাদশাহপুত্র সেনাপতি শাহসুজা বাংলাদেশ অঞ্চলে আস্থান ও অভিযানের পর ফিরিয়া গিয়া কোহিনূর হীরক খণ্ড মোঘল দরবারকে উপহার দিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

কোহিনূর হীরক

অবস্থানকালে মোঘল যুবরাজের অর্জিত ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদ কোহিনূর হীরক সংগ্রহে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসবেত্তারা সাক্ষ্য দিয়াছেন।

আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর মুন্সীগঞ্জের পৈত্রিক নিবাসটিকে ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক সরকারী উদ্যোগের কথা জানান। তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ জাতীয় অস্তিত্ব জাতিগত বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যের ধারা যাদুঘরসমূহে সংরক্ষণের তাগিদ দিয়া বলেন, অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও উৎস হইতে সরাইয়া নিবার প্রচেষ্টা বিকৃতির সামিল। সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সংস্কৃতি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নূরুল মোমেন খান, সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের ভূতপূর্ব মহাপরিচালক নাজমুল আলম, প্রবীণ সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, ঢাকা প্রেসক্লাব সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী ও জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হকও বক্তৃতা করেন।

আলোচনা সভায় কোহিনূর হীরক খণ্ডের উপর পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তানের অধিকার দাবী করার তথ্য উল্লেখ করিয়া বলা হয়, মরহুম ডঃ আলীম আল রাজী তাঁহার জীবদ্দশায় কোহিনূরের উপর বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অধিকারের কথা প্রথম জোরদিয়া উত্থাপন করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের বা সংস্কৃতি বিভাগের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নাই।

গতকালের বিশ্বযাদুঘর দিবসের আলোচনা সভায় লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, কোর্ট উইলিয়াম লাইব্রেরীর নথিপত্রের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গভর্ণর নূরুল হাসান ঢাকায় তিনদিন অবস্থানকালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী ইণ্ডিয়া অফিস ও কোর্ট উইলিয়াম লাইব্রেরীর উপর বাংলাদেশের দাবী লইয়া সরকারী পর্যায়ে আলোচনা করেন। ইহার পর আর এখন পর্যন্ত বিষয়টি লইয়া আলোচনার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নাই।

গতকাল সাড়ে ৭ লাখ বৎসরের প্রাচীন সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপ, অতুলনীয় বর্ণের মাটির বরেন্দ্রভূমি, পাহাড়রাজির পরিচয়, লাঙ্গলবন্দের বিশ্বখ্যাত মুক্তার পরিচিতির মত অজস্র সম্পদ ও বৈচিত্র্য ধারণের জন্য পৃথক প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘর প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। পৃথিবীর আর কোথাও সেণ্ট মার্টিনের মত সুন্দর ও প্রাচীন প্রবাল দ্বীপ নাই। ভাটার সময় পানি সরিয়া গেলে অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে প্রবাল উদ্যান জাগিয়া ওঠে। বিদেশী মানুষেরা নয়ন ভরিয়া এ সৌন্দর্য দেখিয়া যায়, কিন্তু আমাদের এ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে বাংলাদেশের অনেক মানুষেরই ধারণা নাই। প্রাকৃতিক ইতিহাস যাদুঘর প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হইয়াছিল।

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে নামেমাত্র নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর পরিচালনার উল্লেখ করিয়া সভায় বলা হয়, ইহাকে পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ করিবার পথ আছে। ঢাকার শাখারীরা যে সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পাবাসীর উত্তরসূরী, তাহা যাদুঘরের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া সুপ্ত পড়িয়া আছে। মোঘল শাসনামলে এ অঞ্চলে শাঁখা সিঁদুর প্রিয় প্রজাদের জন্য শাঁখা তৈরীর কারিগর হিসাবে সিন্ধু হইতে তাহাদের এখানে আনা হইয়াছিল।

যাদুঘরে সংবাদপত্রের ইতিহাস সংরক্ষণের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয়, ১৮৭০ সনে মানিকগঞ্জ হইতে সংবাদ সভা-রাজেন্দ্র নামে এ দেশের প্রথম যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, উহার কপি আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ৪৭-৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তীব্র প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ ইনসান পত্রিকার কপি গোয়েন্দা বিভাগেও নাই। বিদেশী সংবাদপত্রের অফিসে বাংলাদেশ বিষয়ক বিভাগের যাদুঘরে এদেশের কৃষি সভ্যতার নিদর্শন রাখা আছে, কিন্তু আমাদের দেশেও তাহা সংরক্ষিত হয় না।

বক্তাগণ যাদুঘরের পক্ষ হইতে বুলেটিন, ম্যাগাজিন প্রকাশ, বেতার ও টিভিতে প্রচারের পরিকল্পনা তৈরী, সংবাদপত্র বেতার-টিভি-যাদুঘর সমন্বয়ে কমিটি গঠনের জন্য তাগিদ দিয়াছেন।

সংস্কৃতি বিভাগ ও যাদুঘরের পক্ষ হইতে বলা হয়, পাণ্ডিত্য জাহিরের গবেষণার দাপটে গত ২৫ বৎসর যাদুঘর জনসাধারণকে আকর্ষণ করে নাই। এখন প্রতি বৎসর কমবেশী ১ লক্ষ লোক যাদুঘর পরিদর্শন করে।